বৌদ্ধ কর্মবাদ

ইউনিট ৯

ভূমিকা

কর্ম বিশ্ব-নিয়ন্তা। কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী। কর্মের শক্তি বিচিত্র ও বহুমুখী। জীবের জীবনই কর্ম নির্ভর। কর্ম ও কর্মফলরূপে জীবন-প্রবাহ চলেছে অনাদিকাল হতে অনন্তের দিকে। জীব-জগতের দৈহিক, মানসিক, আয়ু-ভোগ, জন্ম-মৃত্যুগত বৈষম্যের প্রধান কারণ এ কর্ম। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিই হলো কর্মবাদ। মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মের জন্য তার উৎপত্তি, কর্মের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি, কর্মই তার বন্ধু, কর্মই তার আশ্রয়। কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয় তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবনও লাভ হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ -৯.১ : বৌদ্ধধর্মে কর্মের ধারণা পাঠ -৯.২ : কুশল ও অকুশল কর্মের পরিচিতি পাঠ -৯.৩ : কর্মের প্রকারভেদ পাঠ -৯.৪ : কর্মের সুফল পাঠ -৯.৫ : চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের পটভূমি পাঠ -৯.৬ : চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ	বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিই হলো কর্মবাদ। মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মের জন্য তার উৎপত্তি, কর্মের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি, কর্মই তার বন্ধু, কর্মই তার আশ্রয়। কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয় তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবনও লাভ হয়।

পাঠ-৯.১ বৌদ্ধধর্মে কর্মের ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘কর্ম’ শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্ম মতে কর্ম কাকে বলে লিখতে পারবেন।
- বৌদ্ধ কর্মবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মের উৎপত্তিস্থল কোথায় বলতে পারবেন।
- ভগবান বুদ্ধ কর্ম সম্পর্কে কী বলেছেন বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মনের চেতনা, সহজাত প্রবৃত্তি, অঙ্গুত্তর নিকায়, বীজের নানাত্ব, ত্রিদ্বার স্বকর্মের কার্যকারিতা।**

কর্ম বলতে কোনো কাজ করা কিংবা নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি বোঝায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে কর্মকে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম। কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়। চিন্তন, কথন এবং করণ (দৈহিক) সমস্তই কর্মের অধীন। মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে বুদ্ধ বলেছেন,

'চেতনাহং ভিক্‌খবে কম্মং বদামি। চেতযিত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায মনসা'পি'।

অর্থাৎ, হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। কায় কর্ম ও বাক্য কর্ম সমস্তই মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো বা মন্দ হয় তবে ফলও ভালো বা মন্দ হয়।

অবীচিনরক

'কর্ম' ও 'বাদ'- দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে 'কর্মবাদ' গঠিত হয়েছে। 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

আয়ু-বর্ণে, ভোগ-ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তার অন্যতম কারণ কর্ম। জীব মাত্রই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-উত্তম বা উচুঁ-নিচু বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে। পৃথিবীতে সকল মানুষের আচার-আচরণ যেমন এক রকম নয় তেমনি আবার স্বভাব-চরিত্র একই রকম নয়। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীক রাজ মিলিন্দের কথোপকথনে নাগসেন স্থবির বলেছিলেন - 'সকল মানুষ এক রকম না হওয়ার কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম। বিভিন্ন মানুষের কর্মফলে পার্থক্য আছে বলেই মানুষের মধ্যে নানারকম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়'। তিনি আরো

বলেন - 'সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না। কিছু টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত। এগুলো বীজের নানাত্ব কারণেই হয়'। এভাবে কর্মের নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। এ রকম ভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম। কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ কিংবা দুঃখের ত্রাতা দাতা বলতে কেউ নয়। এগুলো আপন কর্মেরই প্রতিক্রিয়া বা কার্যকারিতা।

সারসংক্ষেপ :

বৌদ্ধধর্মে কর্মকে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম। কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। আর কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। জীব মাত্রই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-উত্তম বা উচুঁ-নিচু বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে। অর্থাৎ, কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ কিংবা দুঃখের ত্রাতা দাতা বলতে কেউ নয়। এগুলো স্ব স্ব কর্মেরই কার্যকারিতা বা প্রতিক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্মের উৎপত্তিস্থল কোথায় ?
- ক. দোকান
- খ. মন্দির
- গ. মন
- ঘ. বাড়ি

২। কর্ম কয়টি ধারে সংঘটিত হয় ?
- ক. ত্রিদ্বারে
- খ. পঞ্চদ্বারে
- গ. চতুদ্বারে
- ঘ. ষষ্ঠদ্বারে

৩। কর্মবাদ বলতে কী বোঝানো হয় ?
- ক. ধারনার বিশ্বাসকে
- খ. কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে
- গ. পূর্ব জন্মের বিশ্বাসকে
- ঘ. ইহকর্মফলের বিশ্বাসকে

৪। কী প্রাণীগণকে হীন-উত্তম বা উচুঁ-নিচু বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে ?
- ক. ধর্ম
- খ. আচার আচরণ
- গ. কর্মই
- ঘ. টাকা-পয়সা

৫। কীসের নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না ?
- ক. বয়সের
- খ. সম্পদের
- গ. জন্মের
- ঘ. কর্মের

৬। কর্মবাদ হলো -
- ক. শিখ ধর্মের মূলভিত্তি
- খ. ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি
- গ. খ্রিস্টান ধর্মের মূল ভিত্তি
- ঘ. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি

৭। কিসের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয় -
- i. নিজ নিজ কর্মের
- ii. নিজ নিজ দুষ্কর্মের

iii. নিজ নিজ সুকর্মের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ক. ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. ঘ, ৬. ঘ, ৭. খ

পাঠ-৯.২ কুশল ও অকুশল কর্মের পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘কুশল’ শব্দের অর্থ ও কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ‘অকুশল’ শব্দের অর্থ কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ‘কুশল কর্ম’ কোনগুলো তা লিখতে পারবেন।
- ‘অকুশল কর্ম’ কোনগুলো তা লিখতে পারবেন।
- ‘কুশল ও অকুশল কর্মের’ মধ্যে পার্থক্য লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পুণ্যধর্ম, নির্দোষ, কুশলচিত্ত, অকুশলচিত্ত, বিদ্বেষহীনতা, কামাচার, সদ্‌চেতনা।

কুশল কর্ম

‘কুশল’ শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাক্রমে – নিপুণ, শুভ, পুন্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক, দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল, ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম প্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশলই হয়। পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন দাসী। একদিন তিনি ভিক্ষু সুজাতকে তিনটি সুমিষ্ট পিঠা দান করেছিলেন। এই কুশল কর্মের ফলে ক্ষেমা সুকৃতি অর্জন পূর্বক বিপর্শী বুদ্ধের সময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ককুসন্ধ বুদ্ধের সময়ে তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে সুন্দর এক মনোরম উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসজ্ঘকে দান করেন। কোনোগমন বুদ্ধের সময়েও তিনি একই রকম দানানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি নৃপতি কিকির জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে সজ্ঘকে বাসস্থান নির্মাণ করে দেন। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি রাজা বিম্বিসারের পত্নী হন।

এ প্রসঙ্গে কুশলকর্মের আরো একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

বোধিসত্ত্ব একবার গরিব ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি পরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন কাজের সন্ধানে তিনি বের হয়ে রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিবারে কাজ নেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে লাগলেন। একদিন সারাদিন ক্ষেতে পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলো সকলেই আশ্বিনী পূর্ণিমার উপবাসব্রত পালন করছে। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করেছে। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বললেন প্রভু ! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি জানতাম না আজ উপোসথ দিন। তাই সকালে উপোসথ পালন করতে পারিনি। এখন আমি গ্রহণ করতে চাই। শ্রেষ্ঠীর কথা মতো তিনি সারারাত উপবাস থেকে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত সারাদিনের পরিশ্রম এবং সারারাত অনাহারে পরিদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কুশল চিন্তা-চেতনায় মগ্ন ছিল। সেই কুশল কর্ম চেতনার প্রভাবে মৃত্যুর পর রাজপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এটা কুশলকর্মের ফল।

অকুশল কর্ম

‘অকুশল’ শব্দের অর্থগুলো হলো – পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অপরাধ, অশুভ কার্য, অনিপুণ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর, অন্যায়, অনুপযুক্ত, নীতিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্রে তার নিন্দা প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়।

মৌদগল্যায়নকে শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। মৌদগল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে পরম মমতাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, অকুশল কর্মের ফল জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়।

দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় তিনি পাহাড় থেকে পাথর ছুঁড়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানীর শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

মধ্যম নিকায়ের 'মহাবচ্ছ'সূত্রে উল্লেখ রয়েছে- এক সময় বুদ্ধ বচ্ছগোত্র পরিব্রাজককে কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ; 'লোভ অকুশল আর অলোভ কুশল। দ্বেষ অকুশল, অদ্বেষ কুশল। মোহ অকুশল, অমোহ কুশল'। তিনি আরো বলেন ; হিংসা অকুশল, হিংসা হতে বিরতি কুশল। চুরি অকুশল, চুরি হতে বিরতি কুশল। কামাচার অকুশল, কামাচার হতে বিরতি কুশল। মিথ্যাকথা বলা অকুশল, মিথ্যাকথা বলা হতে বিরতি কুশল। বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য অকুশল, বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য হতে বিরতি কুশল। কর্কশ বাক্য অকুশল, কর্কশবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। বৃথাবাক্য বলা অকুশল, বৃথাবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। অভিধ্যা (লোভ) অকুশল, অনভিধ্যা কুশল। করুণাহীন অকুশল, করুণা কুশল। ভ্রান্তধারণা অকুশল, সত্যধারণা কুশল'। এখানে বুদ্ধ এই দশবিধ ধর্মকে (আচার) অকুশল আর দশ বিরত ধর্মকে কুশল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মৃত্যুকালে সম্পাদিত কর্ম কুশল হোক আর অকুশল হোক তাই ফল দান করে। মৃত্যুক্ষণে ব্যক্তির কুশল-অকুশল কর্মফলই তার গতি নির্ধারণ করে সুখ ও দু:খের কারণ হয়। সুতরাং সকল সময় কুশল চিন্তা ও কুশলকর্ম সম্পাদন করা উচিত।

সারসংক্ষেপ :

লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল, ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম প্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্রে তার নিন্দা প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। তাই মানব জীবনে সকলের কুশল চিন্তা ও কুশলকর্ম করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লোভ, দ্বেষ এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কী কর্ম বলা হয় ?

ক. কুশল কর্ম　　খ. পাপকর্ম
গ. অকুশল কর্ম　　ঘ. নিন্দনীয় কর্ম

২। কুশলকর্মের ফল কেমন হয় ?

ক. অকুশল　　খ. অশোভন
গ. খারাপ　　ঘ. কুশল

৩। ক্ষেমা পেশায় কি ছিলেন ?

ক. একজন দাসী　　খ. একজন রানি
গ. একজন চিকিৎসক　　ঘ. একজন নর্তকী

৪। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ কি পায় ?

ক. সম্মান খ. যশ
গ. অপমান ঘ. প্রশংসা

৫। অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে কি ভোগ করতে হয়েছে ?
ক. নরক যন্ত্রণা খ. স্বর্গ
গ. পরম সুখ ঘ. রাজ্য সম্পদ

৬। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে দরকার কর -
ক. কুশল চিত্ত খ. লোভহীন চিত্ত
গ. মোহহীন চিত্ত ঘ. দ্বেষহীন চিত্ত

৭। অকুশল কর্মের ফলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে -
i. মহানাম
ii. দেবদত্ত
iii. নন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ, ৩. ক, ৪. গ. ৫. ক, ৬. ক, ৫. ক, ৬. ক, ৭. খ

পাঠ-৯.৩ কর্মের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্ম কত প্রকার তা বলতে পারবেন।
- কর্মের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- প্রত্যেক প্রকার কর্মের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কী কী অনুসারে কর্মের প্রকারভেদ করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পুনর্জন্ম, উপস্তম্ভক, উপঘাতক, আসন্নকর্ম, উপপীড়ক, গুরুকর্ম, দৃষ্টধর্ম বেদনীয়।

বৌদ্ধধর্মে কর্মকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে :
করণীয় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যেমন-

ক. জনক কর্ম
খ. উপস্তম্ভক কর্ম
গ. উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম
ঘ. উপঘাতক কর্ম

ক. জনক কর্ম : যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম স্কন্ধ ও কর্মজরূপে উৎপাদক এবং কুশল-অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মের ফল।

খ. উপস্তম্ভক কর্ম : যে কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে তাই উপস্তম্ভক কর্ম। উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে ফল প্রদানে সাহায্য করে। জনক কর্মের প্রভাবে জন্ম হয়, আর বেঁচে থাকা হয় উপস্তম্ভক কর্মের প্রভাবে।

গ. উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম : এই জাতীয় কর্ম জনক কর্ম বা উপস্তম্ভক কর্মের বিপাককে দুর্বল করে কিংবা বাঁধা দেয়। কুশল উৎপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তম্ভক কর্মকে, অকুশল উৎপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তম্ভক কর্মকে বাঁধা দেয় এবং দুর্বল করে।

ঘ. উপঘাতক কর্ম : এ ধরনের কর্মের কাজ হলো বাঁধা দেওয়া। এ রকম কর্ম শুধু বাঁধা দেয় না জনক কর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। ফল উৎপন্ন করাই হলো এর কাজ।

২. জন্মক্ষণে যে কর্ম ফল প্রদান করে তা চার প্রকার। যেমন :

ক. গুরু কর্ম
খ. আসন্ন কর্ম
গ. আচরিত কর্ম
ঘ. উপচিত কর্ম

ক. গুরু কর্ম : যে কর্ম নব জন্মক্ষণে সর্বপ্রথম ফল প্রদান করে তাকে বলা হয় গুরু কর্ম।

খ. আসন্ন কর্ম : আসন্ন কর্মকে মরণাসন্ন কর্মও বলা হয়। গুরু কর্ম সম্পাদিত না থাকলে মৃত্যুর পূর্বকালে সম্পাদিত কর্মই ফল প্রদান করে। অর্থাৎ আসন্ন কর্ম জনক কর্ম হয়। এ সময় কল্যাণমিত্রের উচিত মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে কুশল বিষয় স্মরণ করানো।

গ. আচরিত কর্ম : গুরু কর্ম ও আসন্ন কর্মের অভাবে মরণোন্মুখ ব্যক্তির নিকট আচরিত কর্ম উপস্থিত হয়। তা জনককর্ম রূপে পরিণত হয়। জীবনে বহুবার সম্পাদিত কর্মই আচরিত কর্ম।

ঘ. উপচিত কর্ম : উপরি-উক্ত তিন প্রকার কর্মের স্মৃতি যদি মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হয়, তবে এই জন্মে বা পূর্বজন্মকৃত কর্মের স্মৃতি চিত্ত পথে উপস্থিত হয়ে জনক কর্মরূপে পরিণত হয়। এটাই উপচিত কর্ম।

৩. ইহজন্মে ফল প্রদান অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যেমন :

ক. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম
খ. উপপদ্য বেদনীয় কর্ম
গ. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম
ঘ. ভূতপূর্ব বেদনীয় কর্ম

ক. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম : যে কর্ম ইহজীবনে ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকে বলা হয় দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম।

খ. উপপদ্য বেদনীয় কর্ম : যে কর্ম পরবর্তী জীবনে ফল প্রদান করে তাকে উপপদ্য বেদনীয় কর্ম বলা হয়।

গ. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম : এই কর্ম পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম থেকে নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত যে কোনো জন্মে ফল প্রদানকারী কর্ম। অর্থাৎ যে কর্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্য, তাই অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম। এটা সুযোগ ফেলে ফল প্রদান করবেই।

ঘ. ভূতপূর্ব বেদনীয় কর্ম : যে কর্মের ফলপ্রদান শক্তি এক সময় ছিল কিন্তু এখন আর নেই তাকে ভূতপূর্ব কর্ম বলা হয়। এটা নিজ দুর্বলতা হেতু ফলপ্রদানে সক্ষম নয়।

৪. ফল প্রদানের স্থান হিসেবে কর্ম চার প্রকার। যেমন :

ক. অকুশল
খ. কামাচার ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম
গ. রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম এবং
ঘ. অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম।

ক. অকুশল : যে পাপকর্ম প্রাণীগণকে মৃত্যুর পর চার প্রকার কাম দুর্গতিতে (অসুর, প্রেত, তির্যক এবং নিরয়) নিক্ষেপ করে সে সব কর্মকে অকুশল কর্ম বলা হয়।

খ. কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম : মৃত্যুর পর যে কর্মের প্রভাবে জীবগণ কাম সুগতি ভূমিতে (ছয় স্বর্গ ও মনুষ্য) জন্ম গ্রহণ করতে পারে সে সব কুশল ফল প্রদানকারী কর্মকে কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম বলা হয়।

গ. রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম : মৃত্যুর পর যে সব কর্ম জীবগণকে রূপলোকের ষোলটি ভূমিতে জন্ম ধারণের ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকেই রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম বলা হয়।

ঘ. অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম : যে সব সৎ কর্ম বা কুশলকর্ম অরূপলোকের চারটি ভূমিতে প্রাণীগণকে জন্মগ্রহণ করতে ফল প্রদানে সক্ষম এগুলোই অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম নামে পরিচিত।

সারসংক্ষেপ :

বৌদ্ধধর্মে কর্মকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে। এরমধ্যে করণীয় অনুসারে কর্ম চার প্রকার যথা, – জনক কর্ম, উপস্তম্ভক কর্ম, উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম এবং উপঘাতক কর্ম। জন্মক্ষণে যে কর্ম ফল প্রদান করে তা চার প্রকার যথা, – গুরু কর্ম, আসন্ন কর্ম, আচরিত কর্ম এবং উপচিত কর্ম। ইহজন্মে ফল প্রদান অনুসারে কর্ম চার প্রকার যথা – দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম, উপপদ্য বেদনীয় কর্ম, অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম এবং ভূতপূর্ব কর্ম এবং ফল প্রদানের স্থান হিসেবে কর্ম চার প্রকার যথা – অকুশল কর্ম, কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম, রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম ও অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম। অর্থাৎ কর্ম বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং একর্ম ব্যক্তি বা প্রাণির জীবনে নানাভাবে ফল প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যে কর্ম ইহজীবনে ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকে বলা হয়?

ক. ভূতপূর্ব কম খ. উপপদ্য বেদনীয় কম

গ. অপর পর্যায় বেদনীয় কম ঘ. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কম

২। করণীয় অনুসারে কর্ম কত প্রকার ?

ক. তিন খ. চার

গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৩। জনক কর্ম কোন কর্মের ফল?

ক. অতীত খ. বর্তমান

গ. ভবিষ্যৎ ঘ. ঘটমান বর্তমান

৪। যে কর্ম নব জন্মক্ষণে সর্বপ্রথম ফল প্রদান করে তাকে কি বলা হয় ?

ক. আচরিত কর্ম খ. আসন্ন কর্ম

গ. উপচিত কর্ম ঘ. গুরু কর্ম

৫। কুশলকর্ম অরূপলোকের কয়টি ভূমিতে প্রাণীগণকে জন্মগ্রহণ করতে ফল প্রদানে সক্ষম?

ক. চারটি ভূমিতে খ. আটটি ভূমিতে

গ. দু'টি ভূমিতে ঘ. বারটি ভূমিতে

৬। করণীয় অনুসারে কর্ম -

i. চার প্রকার

ii. পাঁচ প্রকার

iii. ছয় প্রকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

দায়ক-দায়িকা ঃ বিহারে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা করে বিহারের ভিক্ষুকে বন্দনা করে পাশে উপবেশন করে প্রশ্ন করেন- ভন্তে ! গুরু কর্ম, আসন্ন কর্ম, আচরিত কর্ম এবং উপচিত কর্ম কী?

ভান্তে : জন্মক্ষণে এই চার রকমের কর্ম ফল প্রদান করে। জন্ম পরবর্তী সময়ে মানুষ মাত্রই বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে।

৭। ভান্তের দেশনায় উদ্ধৃতাংশে কীসের প্রকাশ পেয়েছে-

ক. জন্মক্ষণের শ্রেণি বিভাজন খ. করণীয় কর্মের শ্রেণি বিভাজন

গ. ইহজন্মের কর্মের শ্রেণি বিভাজন গ. কুশল-অকুশ কর্মের শ্রেণি বিভাজন

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ঘ, ৫. ক. ৬. ক, ৭. ক

পাঠ-৯.৪ কর্মের সুফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।
- কর্মের মাধ্যমেই যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মের সুফল বর্ণনা করতে পারবেন।।
- কর্মের মাধ্যমে সমাজে কী উপকার হয় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মন অগ্রগামী, কুশল চেতনা, মনোময়, কর্মবাদ, কুশলধর্ম, কার্যকারণনীতি, প্রসন্নমন সুখময়।

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিত্ত বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। এই কর্মবাদ অনুসারে খারাপ চিন্তা করাও পাপ। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদিত হয়। কার্যকারণনীতির অমোঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা গত জীবনের কর্মফলে বর্তমান জীবন, বর্তমান জীবনের কর্মফলে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। স্বর্গ হতে নিম্নতর নরক পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মসূত্রে গ্রথিত। সকলেই কর্মের একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। কোনো কর্ম একবার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত তার ফল প্রদান করতে থাকে। এভাবে কর্মের ফল অখণ্ডনীয়। সবাইকে তা ভোগ করতে হবে। তাই কুশল কাজের জন্য মনের সংযতকরণ দরকার। ধর্মপদে এ বিষয়ে দেখা যায় ;

মনো পুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোমযা
মনসা চ পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো ন সুখমন্বেতি ছাযা'ব অনুপাযিনীএ

অর্থাৎ, মন সকল ধর্মের মধ্যে অগ্রগামী। সব ধর্ম মনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্ন মনে কেউ যদি কোনো রকম কাজ সম্পদান করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

এ থেকে কর্মের সুফল যে কতো বেশি তা অনুধাবন করা যায়। কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদান করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশম্ভাবী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মের মাধ্যমে একজন মানুষ তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই মানুষকে উচ্চ-নিচু আসনে আসীন করে। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে, প্রাণিহত্যা না করা, অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা, মিথ্যাকামাচার না করা, মিথ্যা কথা না বলা, সুরা মেরেয় মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন না করা, বৃথা বাক্য না বলা, কর্কশ বাক্য না বলা এর বিধান রয়েছে। অন্যায় ও অসামাজিক কাজ করা উচিত নয়। কেননা, নিন্দিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। ঘৃণার চোখে দেখে। সুতরাং বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো ধ্বংস করতে পারেনা। এমন কর্ম সম্পাদন করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

সারসংক্ষেপ :

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিত্ত বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদিত হয়। মন সকল ধর্মের মধ্যে অগ্রগামী। সব ধর্ম মনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্ন মনে কেউ যদি কোনো রকম কাজ সম্পদান করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। এ থেকে কর্মের সুফল যে কতো বেশি তা অনুধাবন করা যায়। কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিনের কর্ম সম্পদান করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশম্ভাবী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কুশল চেতনার মাধ্যমে কী সম্পাদিত হয় ?

ক. অকুশলকর্ম খ. পাপকর্ম
গ. মন্দকর্ম গ. কুশলকর্ম

২। স্বর্গ হতে নিম্নতর নরক পর্যন্ত সমস্ত জীব কীসে গ্রথিত আছে ?

ক. ধর্মসূত্রে খ. কর্মসূত্রে
গ. জন্মসূত্রে ঘ. আত্মিয়সূত্রে

৩। সকল ধর্মের মধ্যে অগ্রগামী কী ?

ক. মন খ. ধন
গ. কর্ম ঘ. শীল

৪। কর্ম মানুষের কী শক্তি?

ক. যৌবনশক্তি? খ. খাদ্যশক্তি?
গ. চালিকাশক্তি ঘ. অর্থশক্তি?

৫। বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কী করা উচিত ?

ক. প্রমত্তকর্ম খ. অকল্যাণকর্ম
গ. অকুশলকর্ম ঘ. কল্যাণময় কর্ম

৬। কর্মের ফল -

ক. ফলযোগ্য খ. অখণ্ডনীয়
গ. ভোগনীয় ঘ. সহনীয়

৭। মানুষের চালিকা শক্তি হলো -

i. <u>কর্ম</u>
ii. ধর্ম
iii. ধর্ম ও কর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. ঘ, ৬. খ, ৭. ক

পাঠ-৯.৫ চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র কোন নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত তা বলতে পারবেন।
- শুভমানবক কে বলতে পারবেন।
- চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- জগতে বৈষম্যের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈষম্যের সমাধান কে করেছিলেন তা লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	চুল্লকর্ম বিভঙ্গ, কর্ম ও কর্মফল, শুভমানবক, বৈষম্যের কারণ, হীন-শ্রেষ্ঠ, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই বন্ধু।

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র বা ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের মধ্যম নিকায়ের (তৃতীয় খণ্ড) ১৩৫ নং সংখ্যক সূত্র। এতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

এতে বুদ্ধ ও শুভ মানবক বিশ্বে বিরাজমান বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন কথোপকথন করেন। তাঁদের এই কথোপকথনের বিষয়বস্তুই হলো চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র। এই শুভ মানবক ছিলেন বারাণসীর তোদেয়্য ব্রাহ্মণের পুত্র।
শুভ মানবক দেখলেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ সমান নয়। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সবল, কেউ দুর্বল, কেউ সুশ্রী, কেউ বিশ্রী, কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ রোগী, কেউ নিরোগী, কেউ মূর্খ, কেউ পণ্ডিত, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। সমস্ত প্রাণী জগতের মধ্যেই তিনি এরূপ আরো অনেক বৈষম্য দেখতে পান। তাঁর কাছে মনে হতো সমগ্র জগতটাই যেন বৈষম্য এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এ বৈষম্যের কারণ জানতে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। কিন্তু অনেক কষ্ট করেও তিনি এই বৈষম্যের কারণ সমাধান করতে পারেননি। ফলে তাঁর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মন আরো অশান্ত হয়ে উঠত। সে সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী নির্মিত জেতবন মহাবিহারে অবস্থান করছিলেন। তাঁর জ্ঞান গরিমার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শুভ মানবক বুদ্ধের অসীম যশ কীর্তি এবং জ্ঞান গরিমার কথা শুনতে পান। একদিন তিনি বৈষ্যমজনিত প্রশ্নের সমাধান লাভ করার জন্য জেতবন মহাবিহারে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে শুভ মানবক ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদন করেন এবং আনন্দজনক আলাপাদির পর একপাশে উপবেশন করেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন- ‘ হে গৌতম, মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, সুশ্রী-বিশ্রী, অল্পায়ু-দীর্ঘায়ু, রোগী-নিরোগী, মূর্খ-জ্ঞানী, লম্বা-বেঁটে প্রভৃতি লোক দেখা যায়। হে গৌতম, মানুষের মধ্যে এরূপ হীন ও শ্রেষ্ঠ হবার কারণ কি ?
ভগবান বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন- ‘কম্মস্সকা, মাণব সত্তা কম্মদাযাদা কম্মযোনি কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণা, যং কম্মং করিস্সন্তি, কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদা ভবিস্সন্তী’তি। কম্মং সত্তে বিভজতি, যদিদং হীনপ্পণীততাযা’তি।
অর্থাৎ, ‘ হে মানবক জীবগণ কর্মের অধীন, তারা কর্মেরই উত্তরাধিকারী, জীবগণ কর্ম হেতু উৎপন্ন, কর্মই তাদের বন্ধু, কর্মই তাদের আশ্রয়। শুভ-অশুভ কর্মের মধ্যে যে যেরূপ কর্ম সম্পাদন করে সে সেরূপ কর্মেরই উত্তরাধিকারী হয়। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নীচ নানাভাবে বিভক্ত করে।
ভগবান বুদ্ধ জগতের এই বৈষম্য সম্পর্কে আরো অনেক উপমা প্রদান করে শুভ মানবককে একটি সূত্র দেশনা করেন। সূত্রটি চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র নামে অভিহিত। চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র শ্রবণ করে জগতে বিরাজিত বৈষম্য সম্পর্কে শুভ মানবকের সকল সংশয় দূর হয়। অতঃপর তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন।

সারসংক্ষেপ :

বিশ্বে বিরাজমান বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভগবান বুদ্ধ ও শুভ মানবকের মধ্যে বিভিন্ন কথোপকথন হয়। তাঁদের এই কথোপকথনের বিষয়বস্তুই হলো চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র। শুভ মানবক ভগবান বুদ্ধের নিকট মানুষের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সবল, কেউ দুর্বল, কেউ সুশ্রী, কেউ বিশ্রী, কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ রোগী, কেউ নিরোগী, কেউ মূর্খ, কেউ পণ্ডিত, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে প্রভৃতি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন- জীবগণ কর্মের অধীন, তারা কর্মেরই উত্তরাধিকারী জীবগণ কর্ম হেতু উৎপন্ন, কর্মই তাদের বন্ধু, কর্মই তাদের আশ্রয়। শুভ-অশুভ কর্মের মধ্যে যে যেরূপ কর্ম সম্পাদন করে সে সেরূপ কর্মেরই উত্তরাধিকারী হয়। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নীচ নানাভাবে বিভক্ত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র কোন নিকায়ের অন্তর্গত ?
ক. মধ্যক নিকায়ের খ. দীর্ঘ নিকায়ের
গ. অঙ্গুত্তর নিকায়ের গ. খুদ্দক নিকায়ের

২। শুভ মানবক কে ছিলেন ?
ক. তোদেয্য ক্ষত্রিয় পুত্র খ. তোদেয্য রাজা পুত্র
গ. তোদেয্য বৈশ্য পুত্র ঘ. তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্র

৩। শুভ মানবক এর মন অস্থির ছিল কেন ?
ক. টাকা-পয়সার জন্য খ. জগতের বৈষম্য জন্য
গ. অসুস্থতার জন্য ঘ. খাদ্যের জন্য

৪। সে সময় ভগবান বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করছিলেন ?
ক. বৈশালি খ. রামগ্রাম
গ. শ্রাবস্তী ঘ. পাবা

৫। জেতবন মহাবিহার কে নির্মাণ করেন ?
ক. অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী খ. রাজা বিম্বিসার
গ. সম্রাট অশোক ঘ. তোদেয্য ব্রাহ্মণ

৬। পৃথিবীতে সকল মানুষ -
ক. এক এবং অভিন্ন খ. একই
গ. সমান নয় ঘ. ভালো-মন্দ উভয়ই

৭। কর্ম প্রাণীগণকে -
i. নানাভাবে বিভাজন করে
ii. উচুঁ-নিচুভাবে বিভাজন করে
iii. হীন-শ্রেষ্ঠভাবে বিভাজন করে

নিচের কোনটি সঠিক??
ক. i খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. ক. ৬. গ, ৭. গ

পাঠ-৯.৬ চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ বলতে পারবেন।
- কোন কমের্র ফল ভাল আর কোন কর্মের ফল মন্দ তা জানতে পারবেন।
- কর্মের ফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কুলে জন্ম হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জন্মের হেতু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**কর্মেরহেতু, অল্পায়ু-দীর্ঘায়ু, কুলীন-অকুলীন, করুণাপরায়ণ, ঈষাপরায়ণ, কর্মই প্রতিকারণ।**

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা

বুদ্ধ চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রে বিশদভাবে কর্মের দেশনা করেছেন। সূত্রটির বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো -

আমি এ রকম শুনেছি যে, সে সময় ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করছিলেন। সেসময় তোদেয়্য ব্রাহ্মণের পুত্র শুভমানব বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। শুভমানব বুদ্ধের সাথে আনন্দময় আলাপ করে এক পাশে উপবেশন করলেন। তোদেয়্যপুত্র বুদ্ধকে বললেন, "হে গৌতম, এর কারণ কি ? এর প্রত্যয় কী? কী কারণে মানুষের মধ্যে হীন ও উৎকৃষ্ট, অল্পায়ু ও দীর্ঘজীবী, রোগী ও নিরোগ, বিশ্রী ও সুশ্রী, গরিব ও ধনী, অকুলীন ও কুলীন, অজ্ঞানী ও জ্ঞানী লোক দেখা যায় ? হে গৌতম, মানুষের মধ্যে এরূপ হীন ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কী ?

বুদ্ধ উত্তরে বললেন, "হে মানব, এ জগতে কর্মই জীবগণের নিয়ামক শক্তি, কর্মই জীবগণের একমাত্র বন্ধু। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। সুতরাং কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠ করে।"

'হে গৌতম, আমি আপনাকে বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি দেশনা করে বুঝিয়ে দিন যাতে আমি আপনার কর্মের বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে বুঝতে পারি।'

'হে মানব, তাহলে শোন, মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর, আমি বলছি।'

তোদেয়্যপুত্র বললেন, 'হ্যাঁ, ভগবান।'

তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন ;

'হে গৌতম, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণী হত্যাকারী হয়, লোভী হয়। তারা সব সময় প্রাণীরক্তে হাত রাঙা করে। এভাবে হত্যা বা আহত করে জীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। এই আচরণের ফলে তারা মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক বা নরকে যায়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তারা কম আয়ু পায়। হে মানব, প্রাণিদের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া এবং হতাহত জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতাই কম আয়ু পাওয়ার কারণ। হে মানব, পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকে। তারা অস্ত্র ফেলে দেয়, প্রাণীহত্যায় লজ্জা অনুভব করে। সকল প্রাণীর প্রতি করুণা পরবশ হয়ে তারা জীবনধারণ করে। এভাবে কুশল কাজ করে, কুশল জীবিকা দ্বারা জীবনযাপন করে। এজন্য তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। স্বর্গে না গিয়ে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও দীর্ঘজীবন পায়। প্রাণিদের প্রতি মৈত্রী ও করুণাপরায়ণ হয়ে জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার কারণে তারা দীর্ঘজীবী হয়।'

'হে গৌতম, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণীদের ওপর অত্যাচার করে। তারা ঢিল, লাঠি বা অস্ত্রের দ্বারা জীবের ওপর অত্যাচার চালায়। জীবের ওপর এরকম অত্যাচার করা উচিত নয়। এরূপ কষ্ট দেওয়ার জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকূলে জন্মও নেয় তবে তারা সব সময় কঠিন রোগে ভুগতে থাকে। ঢিল লাঠি বা অস্ত্রের দ্বারা নিপীড়ন করার জন্যই তারা এরকম জটিল রোগে ভুগতে থাকে।'

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ রাগী হয়। সামান্য কথাতেই তারা রেগে ওঠে, অন্ধ হয়ে পড়ে গালাগাল দেয়, লাফালাফি করে। রাগ ও হিংসা তারা দীর্ঘদিন মনে পুষে রাখে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করে। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা বিশ্রী চেহারার হয়। এটিই তাদের দুর্ধর্ষ ও বিশ্রী হওয়ার কারণ (বা প্রতিপদা)।’

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ রাগহীন হয়। তাদের শত কিছু বললেও তারা রাগে না, লাফালাফি, চেঁচামেচি করে না। এ জন্য তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। স্বর্গে না গিয়ে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও দীর্ঘজীবন পায়। প্রাণির প্রতি মৈত্রী ও করুণাপরায়ণ হয়ে জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার কারণে তারা দীর্ঘজীবী হয়। হে মানব, এটি তাদের সুশ্রী হওয়ার কারণ।‘

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয়। লাভ-সৎকার, গৌরব ও সম্মান, বন্দনা ও পূজা পাওয়া লোকদের তারা ঈর্ষা করে, আক্রোশ করে, দোষী সাব্যস্ত করে। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। হে মানব, এটাই গরিব পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ।’

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয় না। পরের থেকে পাওয়া লাভ-সৎকার, গৌরব ও সম্মান, বন্দনা ও পূজা পাওয়া লোককে ঈর্ষা করে না। ঈর্ষার কারণে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে না, ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে না। এজন্য তারা স্বর্গে যায়। মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও মহাপরিবারে জন্ম নেয়। এটাই মহাপরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ।’

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ দাতা হয় না। শ্রামণ বা ব্রাহ্মণকে খাদ্য, পানীয়, কাপড়, মালাগন্ধ, শয্যা, থাকার ঘর বা বাতি ইত্যাদি কিছুই দান করে না। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা গরিব হয়। হে মানব, এটাই গরিব হওয়ার কারণ’।

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ অহংকারী হয়। সে অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে না। দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর যোগ্য ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান করে না। আসনদানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে না। পথ ছেড়ে দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে পথ ছেড়ে দেয় না, সৎকার করার যোগ্য ব্যক্তিকে সৎকার করে না। গৌরব করার যোগ্য লোককে গৌরব করে না। মান্য করার যোগ্য লোককে মান্য করে না। পূজা করার যোগ্য লোককে পূজা করে না। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। এটাই নীচকুলে জন্মগ্রহণের কারণ।’

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ অহংকারী হয় না। অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে। এছাড়া যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান, আসন দান, পথ ছেড়ে দেওয়া, সৎকার করা, গৌরব করা, মান্য করা, পূজা করা ইত্যাদি যোগ্যমত সব কাজ করে। এজন্য তারা স্বর্গে যায়। আর মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। এটাই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ’

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ শ্রামণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘ভন্তে, কুশল কী ? অকুশল কী ? কী দোষের ? কী দোষের নয় ? কী সেবা করা উচিত ? কী সেবা করা উচিত নয় ? কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্টকর ও দুঃখদায়ক হবে ? এবং কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সুখ বয়ে আনবে ? এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা প্রজ্ঞাহীন হয়। এটাই প্রজ্ঞাহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণ।’

‘হে মানব, এ পৃথিবীতে কোন কোন নারী বা পুরুষ শ্রামণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘ভন্তে, কুশল কি ? অকুশল কি ? কী দোষের ? কী দোষের নয় ? কী সেবা করা উচিত ? কী সেবা করা উচিত নয় ? কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্টকর ও দুঃখদায়ক হবে ? এবং কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সুখ বয়ে আনবে ? এরূপ কাজের জন্য তারা স্বর্গে জন্ম নেয়। আর মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটাই মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণ।’

‘হে মানব, এরূপে অল্প আয়ু, দীর্ঘ আয়ু, জটিল ব্যাধিগ্রস্ত, নীরোগ, বিশ্রী, সুশ্রী, দুঃখী পরিবার, সুখী পরিবার, গরিব ধনী, উচ্চকুল নীচকুল, জ্ঞানহীন মহাজ্ঞানী ইত্যাদি নান রকম মানুষ দেখা যায়।’

‘হে মানব, কর্মই জীবগণের সঙ্গী, জীবগণ কর্মের উত্তরাধিকারী। কর্মই জীবগণের বিভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ অর্থাৎ অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক, নরক বা মানবকুলে জন্ম নেয়। কর্মই বন্ধু। কর্মই প্রতিকারণ। সুতরাং কর্মই মানুষকে হীনকুলে

নিয়ে যায়, হীন ঘরে জন্মাতে সাহায্য করে, হীন করে। সেই কর্মই আবার মানুষ উচ্চকুলে নিয়ে যায়, উঁচু বংশে জন্মাতে সাহায্য করে, শ্রেষ্ঠ করে তোলে।'

বুদ্ধ এভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তোদেয়্যপুত্র শুভমানব ভগবানকে বললেন, 'ভগবান গৌতম যেন নিম্নমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করলেন। আচ্ছাদিত বস্তুর স্বরূপ উদঘাটিত করলেন। পথভ্রষ্ট পথিককে পথ দেখালেন। এরূপে ভগবান বুদ্ধ কত যে ধর্মদেশনা করেছেন তার শেষ নেই। এখন আমি ভগবান গৌতমের ধর্মের এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান গৌতম, আজ থেকে আমাকে আজীবন আপনার শরণাগত উপাসক মনে করবেন।'

কর্মের প্রভাবে বোধিসত্ত্ব জন্মজন্মান্তর শেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এজন্য বলা হয় মানুষ কর্মের অধীন।

সারসংক্ষেপ :

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মধ্যে কোন কর্মের ফল ভাল আর কোন কর্মের ফল মন্দ এবং কেন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করেন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যারা প্রাণিহত্যা করে তারা অল্পায়ু হয়, যারা দণ্ড বা অস্ত্র দ্বারা প্রাণীদের নিপীড়ন করে তারা রোগগ্রস্ত হয়। যারা ক্রোধপরায়ণ তারা বিশ্রী হয়। যারা হিংসাপরায়ণ তারা অকুলীন হয়। যারা শ্রামণ ব্রাহ্মণকে দান দেয় না তারা দরিদ্র হয়। যারা পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করে না তারা নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে। যারা শ্রামণ-ব্রাহ্মণদের কুশল-অকুশল জিজ্ঞাসা করে না তারা মূর্খ হয়। সুতরাং মানুষ কর্মের অধীন। কর্মই সব নিয়ন্ত্রক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সে সময় ভগবান বুদ্ধ কোথায় বাস করছিলেন।?

ক. জেতবনে খ. রাজগৃহে
গ. বারাণসী গ. বৈশালি

২। কে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন ?

ক. অশুভমানব খ. শুভমানব
গ. সুমন ঘ. আনন্দ

৩। কী জীবগণের বিভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ ?

ক. ধর্ম খ. ধ্যান
গ. সাধনা ঘ. কর্ম

৪। অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে কী করবে ?

ক. অপমান খ. অসম্মান
গ. অভিবাদন ঘ. নিন্দা

৫। কিসের প্রভাবে বোধিসত্ত্ব জন্মজন্মান্তর শেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

ক. অর্থের প্রভাবে খ. কর্মের প্রভাবে
গ. রাজ্যের প্রভাবে ঘ. শক্তির প্রভাবে

৬। কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ দেশনা করেছেন -

ক. অঙ্গুলিমাল সূত্রে খ. ব্রহ্মজাল সূত্রে
গ. চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রে ঘ. বাসেট্‌ঠ সূত্রে

৭। জীবগণ কিসের উত্তরাধিকারী-

i. ধর্মের
ii. কর্মের

iii. আচার-আচণের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. খ, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. খ, ৬. গ, ৭. খ.

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু এক ধর্ম সম্মেলনে দেশনায় সূত্র পিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ নামক গ্রন্থে বর্ণিত মন সম্পর্কে এরূপ বলেন ;

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া
মনসা চ পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো ন সুখমন্বেতি ছায়াব অনুপায়িনী।

বুদ্ধ বলেছেন, মানুষ মাত্রই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করে। ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল ভোগ করতে হবেই।

ক. বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি কি?

খ. চেতনার উৎপত্তিস্থল কোথায়? ব্যাখ্যা কর

গ. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু তাঁর দেশনায় কিসের ইঙ্গিত প্রদান করেন। বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বুদ্ধের দেশনা অনুসারে মন সংযতকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

উপোসথ পালন কুশলকর্ম যা মানুষকে সৎ চিন্তা-চেতনায় মগ্ন রাখে। সুন্দর সুখী জীবন যাপন করতে সহায়তা করে। অনন্ত চাকমা মা-বাবার একমাত্র সন্তান। উপোসথ দিবসে সে শীল পালন করতে না পেরে সারারাত উপোসথব্রত পালন করে। এক সময় পেটের ক্ষুধায় মৃত্যু বরণ করে।

ক. সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না উক্তিটি কার?

খ. কুশল কর্ম কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'কুশলকর্ম ব্যতিত সুন্দর সুখী জীবনযাপন করা সম্ভব নয়' আলোচনা কর।

ঘ. উল্লিখিত উদ্দীপকে কোন ধরনের কর্মের ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাখ্যা কর।